দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

বাসস ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার বর্ধিত সহায়তা কামনা করেছেন। তিনি দু'দেশের বাণিজ্য ব্যবধান হ্রাসে বাংলাদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি করার জন্যও অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী শনিবার তাঁর কার্যালয়ে অস্ট্রেলিয়ার নবনিযুক্ত হাইকমিশনার লরেইন বারকারের সংগে কথা বলছিলেন। বেগম জিয়া বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা লাভে সহায়তা প্রদানে তাদের জন্য আরো বৃত্তি প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যও অস্ট্রেলিয়ার সহায়তা কামনা করেন।

বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবী বর্ণনা করে অস্ট্রেলীয় দূত বলেন, আগামী পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি তাদের বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টি উত্থাপন করবেন। বারকার উল্লেখ করেন যে, অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার বলেন, কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও সিরামিক সামগ্রী এখন ব্যাপকহারে অস্ট্রেলিয়ায় রফতানি করা যেতে পারে।

বারকার বলেন, অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, পুষ্টি এবং আর্সেনিক দূষণমুক্ত প্রকল্পে বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় এখানে একটি ক্রিকেট একাডেমিও নির্মিত হচ্ছে। বারকার চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) তার সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ এবং একে বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হিসেবে বর্ণনা করেন। বাংলাদেশকে উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বর্ণনা করে অস্ট্রেলীয় দূত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।